ইনকিলাব

তারিখ 23 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ফুলবাড়ীতে ৮৮ প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণে অনিশ্চয়তা

কুড়িগ্রাম থেকে শফিকুল ইসলাম বেবু

কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ী উপজেলার বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সরকারিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রেরণে বিলম্বের কারণে ৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম ধাপে সরকারিকরণ প্রক্রিয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ নিয়ে উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা। তাঁদের অভিযোগ চাহিদামত ঘুষের টাকা না দেয়ায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাগাদাপত্র প্রেরণে বিলম্ব করে। অন্য দিকে উপজেলা প্রাথমিক অফিসের দাবি, শিক্ষকরা সময়মতো তাগাদাপত্র অফিসে জমা না দেয়ার কারণে যথাসময়ে তাদের তথ্য-উপাত্ত জেলা অফিসে প্রেরণে বিলম্ব হয়। জানা যায়, দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের পর চলতি বছরের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। ৩ মার্চ এ সংক্রান্ত সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এতে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের তথ্য জেলা শিক্ষা অফিসে প্রেরণের জন্য বলা হয়। এদিকে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়গুলোর হালনাগাদ খারিজ, খাজনা বকেয়া থাকার কারণে বিপাকে পড়ে শিক্ষকরা। অন্যদিকে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বিদ্যালয় প্রতি তিন হাজার টাকা দাবি করে। এনিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে দর কষাকষি চলে অনেক দিন ধরে। তাছাড়াও তথ্য-উপাত্ত ঘাটতি বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের নানা ফাঁক-ফোকর ধরে উপরি অর্থের ধান্ধায় বিলম্ব করে। ফলে যথাসময়ে জেলা অফিসে তাগাদাপত্র পাঠানো সম্ভব হয়নি। এতে করে শিক্ষকদের মাঝে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক অভিযোগ করে বলেন ফুল প্রতি খরচ বাবদ তিন হাজার টাকা দাবি করে শিক্ষা অফিস। দাবিকৃত টাকা দেয়া না হলে ফাইল পাস হবে না বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়ে দেয়। এর জন্য তারা নিয়োগ করে একাধিক দালাল। গত সোমবার নব যোগদানকৃত কুড়িগ্রাম জেলা প্রশাসক এবিএম আজাদ ফুলবাড়ী উপজেলায় সৌজন্য সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের জন্য আসলে শিক্ষকরা উপাত্ত না পেয়ে তার শরণাপন্ন হন। জেলা প্রশাসক বিষয়টি গুরুত্বসহকারে দেখবেন বলে শিক্ষকদের আশ্বাস প্রদান করেন। সরকার ঘোষিত বড়লই রেজি. প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও উপজেলা রেজিস্ট্রার্ড শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান বকুল বলেন, 'সরকারিকরণের প্রথম ধাপে অন্তর্ভুক্ত হতে না পারলে আমাদের সর্বনাশ হবে। কারণ হিসেবে তিনি জানান, এর পর কোন সরকার আসবে, তারা আবার কী সিদ্ধান্ত নিবে- এ চিন্তায় শিক্ষকরা আতঙ্কের মধ্যে আছে'। শিক্ষা অফিসার মহিউদ্দিন আহমেদ ঘুষ নেয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, 'বিদ্যালয়গুলোর খারিজ, খাজনা হাল নাগাদ ছিল না। সেগুলো হাল নাগাদ করতে সময় লাগায় কাগজপত্র অফিসে জমা দিতে বিলম্ব হয়েছে'। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছাইদানুজ্জামান বলেন, উপজেলা থেকে পাঠানো তথ্য-উপাত্তের প্রেক্ষিতে জেলা যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত কমিটি ৫০৩টি বিদ্যালয় সরকারিকরণের সুপারিশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। ফুলবাড়ী উপজেলা শিক্ষা অফিসার যথা সময়ে কাগজপত্র জেলা শিক্ষা অফিসে জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় প্রথম ধাপে তার উপজেলার বিদ্যালয়ের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে পাঠানো সম্ভব হয়নি।